শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ

"আশ্রয়"

(চতুর্থ ভাগ—অধ্যায় ৭০-৯০)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য-এর

শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য সহ
ইংরেজী SRIMAD BHAGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

সপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যাবলী এবং তাঁর কাছে নিবেদিত দুটি প্রস্তাব, একটি দ্বারকা হতে আগত দূত নিবেদিত ও অন্যটি নারদ মুনি নিবেদিত, এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ শয্যা ত্যাগ করতেন এবং নির্মল জলে স্নান করতেন। প্রভাতী আচারসমূহ ও অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করার পর তিনি পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতেন, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন, দেব, ঋষি ও পূর্বপুরুষগণের অর্চনা করে তর্পণ নিবেদন করতেন এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। এরপর তিনি পবিত্র দ্রব্যাদি স্পর্শ করতেন, নিজেকে দিব্য অলংকারে ভূষিত করতেন এবং প্রজাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করতেন।

শ্রীভগবানের রথের সারথি দারুক তাঁর রথ নিয়ে আসত এবং শ্রীভগবান তাতে আরোহণ করে রাজসভাগৃহের দিকে যাত্রা করতেন। তিনি যখন যাদবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে সভায় তাঁর আসন গ্রহণ করতেন, তখন তাঁকে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো মনে হত।

কোন এক সময় দ্বারপালেরা এক দূতকে সভাগৃহে নিয়ে আসে। শ্রীভগবানকে সেই দূত দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করার পরে, কৃতাঞ্জলিপুটে, দাঁড়িয়ে তাঁকে নিবেদন করেন—"হে ভগবান, জরাসন্ধ কুড়ি হাজার রাজাকে পরাজিত করেছে এবং তাদের বন্দী করে রেখেছে। কৃপা করে আপনি কিছু করুন, কারণ এই রাজারা সকলেই আপনার শরণাগত ভক্ত।"

ঠিক সেই মুহূর্তে নারদ মুনি আবির্ভূত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সভার সকল সদস্য দাঁড়িয়ে উঠে তাদের মস্তক নত করে নারদ মুনিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। মুনি আসন গ্রহণ করলেন এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ শান্তভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যেহেতু আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেন, তাই দয়া করে আমাদের জানান, পাণ্ডব ভ্রাতারা কি করার পরিকল্পনা করছে।" নারদ তখন শ্রীভগবানের বন্দনা করে উত্তর প্রদান করলেন, "রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা করছেন। এই জন্য তিনি আপনার অনুমোদন ও উপস্থিতি প্রার্থনা করছেন। বহু দেবতা ও মহান রাজারা কেবলমাত্র আপনাকে দর্শন করার জন্য আগমন করবেন।

যাদবগণ চাইছেন যে, তিনি জরাসন্ধকে পরাজিত করুন, এই কথা হৃদয়ঙ্গম করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হাতে থাকা দুটি বিষয়, জরাসন্ধের পরাজয় অথবা রাজসূয় যজ্ঞ, এই দুটির মধ্যে কোনটির প্রতি প্রথমে মনোযোগী হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে তাঁর বিজ্ঞ মন্ত্রী উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথোষস্যুপবৃত্তায়াং কুক্কুটান্ কূজতোঽশপন্ ।
গৃহীতকণ্ঠ্যঃ পতিভির্মাধব্যো বিরহাতুরাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **উষসি**—ঊষাকাল; **উপবৃত্তায়ম্**—নিকটে উপস্থিত হলে; **কক্কুটান্**—মোরগগুলি; **কূজতঃ**—যারা কর্কশভাবে ডাকছিল; **অশপন্**—অভিশাপ দিতে লাগলেন; **গৃহীত**—ধৃত; **কণ্ঠ্যঃ**—যাদের কণ্ঠদেশ; **পতিভিঃ**—তাদের পতিগণ দ্বারা (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহুসংখ্যক প্রকাশে); **মাধব্যঃ**—শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ; **বিরহ**—বিরহে; **আতুরাঃ**—আকুল।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন, ঊষাকাল নিকটে উপস্থিত হলে শ্রীমাধবের মহিষীগণ প্রত্যেকে তাঁদের পতির কণ্ঠলগ্ন হয়ে কলরবরত মোরগদের অভিশাপ দিতে লাগলেন। রমণীগণ যে এখন পতিবিরহ ভোগ করবেন, তা ভেবে তাঁরা কাতর হলেন।

তাৎপর্য

মোরগের ডাকের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপের এই বর্ণনা শুরু হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ জানতেন যে, ভগবান কর্তব্যনিষ্ঠভাবে শয্যা ত্যাগ করে উঠতেন এবং তাঁর নির্দিষ্ট প্রাতঃকালীন আচারসমূহ সম্পাদন করতেন, আর তাই তাঁর কাছ থেকে তাঁদের আসন্ন বিরহের কথা ভেবে তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন ও মোরগদের অভিশাপ দিচ্ছিলেন।

শ্লোক ২

বয়াংস্যরোরুবন্ কৃষ্ণং বোধয়ন্তীব বন্দিনঃ ।
গায়ৎস্বলিষ্বনিদ্রাণি মন্দারবনবায়ুভিঃ ॥ ২ ॥

বয়াংসি—পাখিরা; **অরোরুবন্**—উচ্চৈঃস্বরে কূজন করে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **বোধয়ন্তি**—জাগরণ; **ইব**—যেন; **বন্দিনঃ**—মহিমা বন্দনা; **গায়ৎসু**—যেন তারা গান

করছিল; **অলিষু**—ভ্রমরেরা; **অনিদ্রাণি**—নিদ্রা থেকে উঠে; **মন্দার**—পারিজাত বৃক্ষসমূহের; **বন**—উপবন হতে; **বায়ুভিঃ**—সমীরণ দ্বারা।

অনুবাদ

পারিজাত উদ্যান থেকে আগত সুবাসের প্রভাবে ভ্রমরের গুঞ্জনে পাখিরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিল এবং তারা যখন সভা কবিদের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তনের মতো উচ্চৈঃস্বরে গান করতে শুরু করল, তখনই তারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগিয়ে দিল।

শ্লোক ৩

মুহূর্তং তং তু বৈদর্ভী নামৃষ্যদতিশোভনম্ ।
পরিরম্ভণবিশ্লেষাৎ প্রিয়বাহ্বন্তরং গতা ॥ ৩ ॥

মুহূর্তম্—মুহূর্ত; **তম্**—সেই; **তু**—কিন্তু; **বৈদর্ভী**—রাণী রুক্মিণী; **ন অমৃষ্যৎ**—পছন্দ করলেন না; **অতি**—অত্যন্ত; **শোভনম্**—পবিত্র; **পরিরম্ভণ**—তাঁর আলিঙ্গনের; **বিশ্লেষাৎ**—বিচ্ছেদ হেতু; **প্রিয়**—তাঁর প্রিয়তমের; **বাহু**—দুই বাহু; **অন্তরম্**—মধ্যে; **গতা**—অবস্থিত।

অনুবাদ

যেহেতু এখন তিনি তাঁর আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত হবেন, তাই তাঁর প্রিয়তমের দুই বাহুর মধ্যে শায়িত রাণী বৈদর্ভী এই পরম পবিত্র সময়টিকে পছন্দ করছিলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, রাণী বৈদর্ভী অর্থাৎ রুক্মিণীদেবীর প্রতিক্রিয়া সকল রাণীদেরই মনোভাব ব্যক্ত করছে।

শ্লোক ৪-৫

ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় বার্যুপস্পৃশ্য মাধবঃ ।
দধ্যৌ প্রসন্নকরণ আত্মানং তমসঃ পরম্ ॥ ৪ ॥
একং স্বয়ং জ্যোতিরনন্যমব্যয়ং
স্বসংস্থয়া নিত্যনিরস্তকল্মষম্ ।
ব্রহ্মাখ্যমস্যোদ্ভবনাশহেতুভিঃ
স্বশক্তিভির্লক্ষিতভাবনির্বৃতিম্ ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মে মুহূর্তে—সূর্যোদয়ের পূর্বে, পারমার্থিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের জন্য দিনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়; **উত্থায়**—উত্থিত হওয়া; **বারি**—জল; **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করা; **মাধবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দধৌ**—ধ্যানমগ্ন হওয়া; **প্রসন্ন**—বিমল; **করণঃ**—তাঁর মন; **আত্মানম্**—নিজ স্বরূপভূত; **তমসঃ**—অবিদ্যা; **পরম্**—অতীত; **একম্**—একমাত্র; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশ; **অনন্যম্**—অনন্য; **অব্যয়ম্**—অব্যয়; **স্ব-সংস্থয়া**—তাঁর আপন স্বরূপ দ্বারা; **নিত্য**—নিত্য; **নিরস্ত**—দূরীভূতকারী; **কল্মষম্**—কলুষ; **ব্রহ্ম-আখ্যম্**—ব্রহ্মরূপে পরিচিত; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **উদ্ভব**—সৃষ্টির; **নাশ**—এবং বিনাশ; **হেতুভিঃ**—কারণ; **স্ব**—তাঁর নিজ; **শক্তিভিঃ**—শক্তিরাজি; **লক্ষিত**—প্রকাশিত; **ভাব**—অস্তিত্ব; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

শ্রীমাধব ব্রাহ্ম-মুহূর্তে গাত্রোত্থান করে জল স্পর্শ করতেন। অতঃপর তিনি, যাঁর আপন প্রকৃতি দ্বারা সকল কলুষ চির-দূরীভূত হয় এবং যিনি তাঁর এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিনাশের কারণস্বরূপ নিজ শক্তিরাজির দ্বারা তাঁর আপন সচ্চিদানন্দরূপ প্রকাশ করেন, সেই অনন্য, অব্যয়, অখণ্ড স্বপ্রকাশ নিজ স্বরূপে বিমল চিত্তে ধ্যানমগ্ন হতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, *ভাব* শব্দটি এই শ্লোকে সৃষ্ট বস্তুকে নির্দেশ করছে। তাই *লক্ষিত-ভাব-নির্বৃতিম্* যৌগিক শব্দটি এই অর্থ নির্দেশ করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট বস্তুকে আনন্দ প্রদান করেন। অবশ্যই, আত্মা কখনও সৃষ্ট হয় না, কিন্তু আমাদের জাগতিক, বদ্ধ অস্তিত্ব শ্রীভগবানের শক্তিরাজির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই সৃষ্ট হয়।

শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা অনুগৃহীতজন পরম ব্রহ্মের স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এই হৃদয়ঙ্গম করাই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করছেন যে, তাঁর শক্তিরাশি নিকৃষ্টা ও উৎকৃষ্টা বা জাগতিক ও চিন্ময় শক্তিরাশি,—এই দুই ভাগে বিভক্ত। *ব্রহ্মসংহিতায়* আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, পারমার্থিক বাস্তবতা অর্থাৎ যা শ্রীভগবান স্বয়ং এবং তাঁর চিন্ময় শক্তির গতিবিধিকে অনুসরণ করে জাগতিক শক্তি ছায়ার মতো আচরণ করে। যখন কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন, তখন তিনি নিজেকে শরণাগত আত্মারূপে প্রকাশ করেন এবং এইভাবে সেই একই সৃষ্টি যা পূর্বে আত্মাকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা পারমার্থিক আলোক প্রাপ্তির জন্য এক শক্তিতে পরিণত হয়।

শ্লোক ৬

অথাপ্লুতোঽম্ভস্যমলে যথাবিধি
ক্রিয়াকলাপং পরিধায় বাসসী ।
চকার সন্ধ্যোপগমাদি সত্তমো
হুতানলো ব্রহ্ম জজাপ বাগ্যতঃ ॥ ৬ ॥

অথ—অতঃপর; **আপ্লুতঃ**—স্নান করে; **অম্ভসি**—জলে; **অমলে**—শুদ্ধ; **যথা-বিধি**—বৈদিক বিধি অনুসারে; **ক্রিয়া**—ধর্মীয় আচারসমূহের; **কলাপম্**—সামগ্রিক পর্যায়; **পরিধায়**—পরিধান করার পর; **বাসসী**—দু'খণ্ড বস্ত্র; **চকার**—তিনি সম্পাদন করলেন; **সন্ধ্যা-উপগম**—প্রাতঃকালীন পূজা; **আদি**—ইত্যাদি; **সৎ-তমঃ**—সাধুজন শিরোমণি; **হুত**—আহুতি প্রদান করে; **অনলঃ**—পবিত্র অগ্নিতে; **ব্রহ্ম**—বেদের মন্ত্র (প্রধানত গায়ত্রী); **জজাপ**—তিনি শান্তভাবে জপ করলেন; **বাক্**—বাক; **যতঃ**—সংযম সহকারে।

অনুবাদ

সেই সাধুজন শিরোমণি অতঃপর শুদ্ধ জলে স্নান করলেন। স্বয়ং উর্ধ্ব ও নিম্ন বস্ত্র দু'খণ্ড পরিধান করলেন এবং প্রাতঃকালীন পূজা থেকে শুরু করে সামগ্রিক পর্যায়ক্রমে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচারসমূহ সম্পাদন করলেন। পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করার পর শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন—যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কণ্ব মুনির শিষ্য পরম্পরাগত ছিলেন, তাই তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন। তারপর তিনি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন।

শ্লোক ৭-৯

উপস্থায়ার্কমুদ্যন্তং তর্পয়িত্বাত্মনঃ কলাঃ ।
দেবানৃষীন্ পিতৃন্ বৃদ্ধান্ বিপ্রানভ্যর্চ্য চাত্মবান্ ॥ ৭ ॥
ধেনূনাং রুক্মশৃঙ্গীনাং সাধ্বীনাং মৌক্তিকস্রজাম্ ।
পয়স্বিনীনাং গৃষ্টীনাং সবৎসানাং সুবাসসাম্ ॥ ৮ ॥
দদৌ রূপ্যখুরাগ্রাণাং ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ সহ ।
অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যো বদ্ধং বদ্ধং দিনে দিনে ॥ ৯ ॥

উপস্থায়—পূজা সম্পন্ন করে; **অর্কম্**—সূর্য; **উদ্যন্তম্**—উদিত; **তর্পয়িত্বা**—তর্পণ করে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজ; **কলাঃ**—অংশভূত; **দেবান্**—দেবতাগণ; **ঋষীন্**—ঋষিগণ; **পিতৃন্**—এবং পূর্বপুরুষগণ; **বৃদ্ধান্**—তাঁর জ্যেষ্ঠগণ; **বিপ্রান্**—এবং ব্রাহ্মণগণ; **অভ্যর্চ্য**—পূজা করে; **চ**—এবং; **আত্মবান্**—বিবেকী; **ধেনূনাম্**—গাভীগণের; **রুক্ম**—স্বর্ণ আচ্ছাদিত; **শৃঙ্গীণাম্**—যাদের শৃঙ্গগুলি; **সাধ্বীনাম্**—সৎস্বভাবযুক্তা; **মৌক্তিক**—মুক্তার; **স্রজাম্**—কণ্ঠহারযুক্ত; **পয়স্বিনীনাম্**—দুগ্ধ প্রদায়ী; **গৃষ্টীনাম্**—প্রথম প্রসূতা; **স-বৎসানাম্**—সবৎসা; **সু-বাসসাম্**—সুন্দরভাবে বস্ত্র পরিহিতা; **দদৌ**—তিনি প্রদান করতেন; **রূপ্য**—রূপা দ্বারা আচ্ছাদিত; **খুর**—তাদের খুরের; **অগ্রাণাম্**—অগ্রভাগ; **ক্ষৌম**—ক্ষৌম বস্ত্র; **অজিন**—মৃগচর্ম; **তিলৈঃ**—এবং তিল; **সহ**—সহ; **অলঙ্কৃতেভ্যঃ**—যাদের অলঙ্কার প্রদান করা হয়েছিল; **বিপ্রেভ্যঃ**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে; **বদ্ধম্ বদ্ধম্**—এক-একটি দলে একশত সাতটি গাভী বিশিষ্ট তের সহস্র চুরাশীটি দল (এইভাবে মোট চৌদ্দ লক্ষ গাভী); **দিনে দিনে**—প্রতিদিন।

অনুবাদ

প্রতিদিন শ্রীভগবান উদিত সূর্যের পূজা করতেন এবং তাঁর অংশভূত দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করতেন। বিবেকী শ্রীভগবান তারপর যত্নসহকারে তাঁর জ্যেষ্ঠ বর্গের ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করতেন। সুবস্ত্রে বিভূষিত ব্রাহ্মণগণকে তিনি স্বর্ণবদ্ধ-শৃঙ্গ ও মুক্তা-কণ্ঠহার যুক্ত একদল শান্ত ও গৃহপালিত গাভী প্রদান করতেন। এই সমস্ত গাভীরাও সুবস্ত্রে সজ্জিত থাকত এবং তাদের খুরের অগ্রভাগ রৌপ্য দ্বারা আবদ্ধ থাকত। প্রচুর দুগ্ধ প্রদায়ী তারা ছিল প্রথম প্রসূতা এবং সবৎসা। শ্রীভগবান প্রতিদিন ১৩,০৮৪টি গাভীর বহু দলকে ক্ষৌম-বস্ত্র, মৃগ-চর্ম ও তিল সহ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করতেন।

তাৎপর্য

এখানে বৈদিক ধর্মীয় আচার অনুসারে একটি *বদ্ধ* বলতে যে ১৩,০৮৪টি গাভীর কথা বলা হয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী তা প্রদর্শন করার জন্য বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। *বদ্ধং বদ্ধং দিনে দিনে* কথাটি নির্দেশ করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের দৈনন্দিন গাভীদের এরকম বহু দলকে প্রদান করতেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামী আরও প্রমাণ প্রদান করেছেন যে, পূর্ববর্তী যুগে মহান সাধু মনোভাবাপন্ন রাজাদের রীতিই ছিল এই ধরনের ১০৭টি *বদ্ধ* বা ১৩,০৮৪টি গাভীর দল দান করা। এইভাবে *মঞ্জার* নামক এই যজ্ঞে প্রদত্ত গাভীর মোট সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ বা ১৪,০০,০০০।

অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যঃ কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যে ব্রাহ্মণগণকে সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করা হত আর তাই তাঁরা সু-বসনে ভূষিত হয়ে থাকতেন। *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে ও গভীর অন্তঃদৃষ্টি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের এই সকল লীলা বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত লীলা সমূহের অমূল্য তথ্য ও ভাষ্য সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য পাঠক দৃঢ়ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এখানে আমাদের এই সবিনয় প্রচেষ্টাটি কখনই আমাদের মহান আচার্যের দক্ষতা ও পূর্ণ শুদ্ধতার সমকক্ষ হতে পারে না। তবুও, তাঁর পাদপদ্মে নিবেদিত সেবা রূপে, আমরা কেবলমাত্র দশম স্কন্দের মূল সংস্কৃত শ্লোক ও শব্দার্থ, একটি স্বচ্ছ অনুবাদ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের পরম্পরার মহান আচার্যবৃন্দের বক্তব্য নির্ভর, প্রয়োজনীয় ভাষ্য উপস্থাপন করছি।

শ্লোক ১০

গোবিপ্রদেবতাবৃদ্ধগুরূন্ ভূতানি সর্বশঃ ।
নমস্কৃত্যাত্মসম্ভূতীর্মঙ্গলানি সমস্পৃশৎ ॥ ১০ ॥

গো—গাভীদের প্রতি; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণ; **দেবতা**—দেবতা; **বৃদ্ধ**—বৃদ্ধ; **গুরূন্**—এবং গুরুদের; **ভূতানি**—জীবের প্রতি; **সর্বশঃ**—সকল; **নমস্কৃত্য**—নমস্কার নিবেদন করে; **আত্ম**—তাঁর নিজের; **সম্ভূতীঃ**—অংশ প্রকাশ; **মঙ্গলানি**—মাঙ্গলিক দ্রব্য (যেমন বাদামী রঙের গাভী) **সমস্পৃশৎ**—তিনি স্পর্শ করলেন।

অনুবাদ

গাভী, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের প্রতি, জেষ্ঠ্যবর্গ ও গুরুগণের প্রতি এবং যাঁরা পরমেশ্বরত্বের অংশপ্রকাশ—সেই সকল জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণ নমস্কার নিবেদন করতেন। তারপর তিনি মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করতেন।

শ্লোক ১১

আত্মানং ভূষয়ামাস নরলোকবিভূষণম্ ।
বাসোভির্ভূষণৈঃ স্বীয়ৈর্দিব্যস্রগনুলেপনৈঃ ॥ ১১ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং নিজেকে; **ভূষয়াম্ আস**—তিনি বিভূষিত করলেন; **নর-লোক**—মনুষ্য সমাজের; **বিভূষণম্**—বিভূষণ স্বরূপ; **বাসোভিঃ**—বসন দ্বারা; **ভূষণৈঃ**—এবং অলঙ্কার; **স্বীয়ৈঃ**—তাঁর নিজের; **দিব্য**—দিব্য; **স্রক্**—পুষ্পমালা; **অনুলেপনৈঃ**—এবং অনুলেপন।

অনুবাদ

মনুষ্য সমাজের বিভূষণস্বরূপ, তাঁর নিজস্ব বিশেষ বসন, অলঙ্কার, দিব্য পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন দ্বারা তিনি তাঁর দেহটি শোভিত করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, শ্রীভগবানের 'নিজ বস্ত্র ও অলঙ্কার' বলতে তাঁর সুপরিচিত পীত বস্ত্র, কৌস্তুভ মণি ইত্যাদি বোঝায়।

শ্লোক ১২

অবেক্ষ্যাজ্যং তথাদর্শং গোবৃষদ্বিজদেবতাঃ ।
কামাংশ্চ সর্ববর্ণানাং পৌরান্তঃপুরচারিণাম্ ।
প্রদাপ্য প্রকৃতীঃ কামৈঃ প্রতোষ্য প্রত্যনন্দত ॥ ১২ ॥

অবেক্ষ্য—দর্শন করে; **আজ্যম্**—ঘৃতের প্রতি; **তথা**—তথা; **আদর্শম্**—দর্পণের প্রতি; **গো**—গাভী; **বৃষ**—বৃষ; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ; **দেবতাঃ**—এবং দেবতা; **কামান্**—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু; **চ**—এবং; **সর্ব**—সকল; **বর্ণানাম্**—সমাজের শ্রেণীসমূহের সদস্যগণকে; **পৌর**—নগরীতে; **অন্তঃপুর**—এবং প্রাসাদে; **চারিণাম্**—বাসকারী; **প্রদাপ্য**—প্রদানের ব্যবস্থা করে; **প্রকৃতীঃ**—তাঁর মন্ত্রীগণ; **কামৈঃ**—তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দ্বারা; **প্রতোষ্য**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করে; **প্রত্যনন্দত**—তিনি তাদের অভিনন্দিত করলেন।

অনুবাদ

তারপর তিনি ঘি, আয়না, গাভী, বৃষ, ব্রাহ্মণ ও দেবতা দর্শন করতেন এবং প্রাসাদে ও সারা নগরে বাসকারী সমাজের সকল শ্রেণীর সদস্যগণ যাতে উপহার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, তার প্রতি নজর রাখতেন। অবশেষে, সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তিনি তাঁর মন্ত্রীদের অভিনন্দিত করতেন।

শ্লোক ১৩

সংবিভজ্যাগ্রতো বিপ্রান্ স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ ।
সুহৃদঃ প্রকৃতীর্দারানুপায়ুঙ্ক্ত ততঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

সংবিভজ্য—বিতরণ করে; **অগ্রতঃ**—প্রথমে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণগণকে; **স্রক্**—পুষ্পমাল্য; **তাম্বূল**—পানসুপারি; **অনুলেপনৈঃ**—এবং চন্দন; **সুহৃদঃ**—তাঁর বান্ধবদের; **প্রকৃতীঃ**—তাঁর মন্ত্রীদের; **দারান্**—তাঁর পত্নীদের; **উপায়ুঙ্ক্ত**—তিনি গ্রহণ করলেন; **ততঃ**—তখন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

প্রথমে ব্রাহ্মণদের পুষ্পমালা, পান ও চন্দন বিতরণ করার পর তিনি এই সকল উপহার তাঁর বান্ধব, মন্ত্রী ও পত্নীদেরও প্রদান করতেন এবং অবশেষে তিনি স্বয়ং এই সমস্ত কিছু গ্রহণ করতেন।

শ্লোক ১৪

তাবৎ সূত উপানীয় স্যন্দনং পরমাদ্ভুতম্ ।
সুগ্রীবাদ্যৈর্হয়ৈর্যুক্তং প্রণম্যাবস্থিতোঽগ্রতঃ ॥ ১৪ ॥

তাবৎ—তখন; সূতঃ—তাঁর সারথি; উপানীয়—আনয়ন করলেন; স্যন্দনম্—তাঁর রথ; পরম—পরম; অদ্ভুতম্—বিচিত্র; সুগ্রীব-আদ্যৈঃ—সুগ্রীব নামক ইত্যাদি; হয়ৈঃ—তাঁর অশ্বগুলির দ্বারা; যুক্তম্—যুক্ত; প্রণম্য—প্রণাম করে; অবস্থিতঃ—দণ্ডায়মান হল; অগ্রতঃ—তাঁর সামনে।

অনুবাদ

সেই সময় সুগ্রীব সহ, তাঁর অন্যান্য অশ্ব যুক্ত শ্রীভগবানের পরম বিচিত্র রথটি তাঁর সারথি নিয়ে আসত। তাঁর সারথি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকত।

শ্লোক ১৫

গৃহীত্বা পাণিনা পাণী সারথেস্তমথারুহৎ ।
সাত্যক্যুদ্ধবসংযুক্তঃ পূর্বাদ্রিমিব ভাস্করঃ ॥ ১৫ ॥

গৃহীত্বা—ধারণ করে; পাণিনা—তাঁর হাত দিয়ে; পাণী—হস্ত; সারথেঃ—তাঁর সারথির; তম্—তা; অথ—তখন; আরুহৎ—তিনি আরোহণ করলেন; সাত্যকি-উদ্ধব—সাত্যকি ও উদ্ধব; সংযুক্তঃ—সহযোগে; পূর্ব—পূর্বের; অদ্রিম্—পর্বত; ইব—যেন; ভাস্করঃ—সূর্য।

অনুবাদ

ঠিক যেমন পূর্বের পর্বতে সূর্য উদিত হয়, তেমনিভাবে তাঁর সারথির হস্ত ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও উদ্ধবের সঙ্গে রথে আরোহণ করতেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ উল্লেখ করছেন যে, শ্রীভগবানের রথের সারথি কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং শ্রীভগবান তাঁর ডান হাত দিয়ে তাঁর যুক্ত কর ধারণ করে রথে আরোহণ করতেন।

শ্লোক ১৬

ঈক্ষিতোঽন্তঃপুরস্ত্রীণাং সব্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈঃ ।
কৃচ্ছ্রাদ্বিসৃষ্টো নিরগাজ্জাতহাসো হরন্ মনঃ ॥ ১৬ ॥

ঈক্ষিতঃ—নিরীক্ষণ করে; **অন্তঃপুর**—প্রাসাদের; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **প্রেম**—এবং প্রেমময়ী; **বীক্ষিতৈঃ**—দৃষ্টিপাত দ্বারা; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **বিসৃষ্টঃ**—মুক্ত হয়ে; **নিরগাৎ**—তিনি গমন করতেন; **জাত**—সঞ্জাত; **হাসঃ**—হাস্যে; **হরন্**—হরণ করে; **মনঃ**—তাদের চিত্ত।

অনুবাদ

প্রাসাদের রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জ প্রেমময়ী দৃষ্টিপাতের দ্বারা নিরীক্ষণ করতেন আর তাই তিনি তাদের কাছ থেকে অতি কষ্টে মুক্ত হতেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাস্যময় মুখমণ্ডল দ্বারা তাদের মনকে মুগ্ধ করে চলে যেতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই দৃশ্যটিকে এইভাবে বর্ণনা করছেন, "প্রাসাদের রমণীদের প্রেমময়ী সলজ্জ দৃষ্টিপাত পরোক্ষে তাদের ক্ষোভকে ইঙ্গিত করে এই অর্থ প্রকাশ করত যে, 'আমরা তোমার এই বিরহ যন্ত্রণা কিভাবে সহ্য করব?' এখানে ধারণাটি এই যে, যেহেতু শ্রীভগবান তাদের স্নেহ দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন, তাই তিনি এই ইঙ্গিত করে হাসতেন যে, 'হে আমার অস্থির রমণীগণ, তোমরা এই ক্ষণিকের বিরহ দ্বারা এতখানি আচ্ছন্ন হয়েছ। তোমাদের সঙ্গ উপভোগ করার জন্য আমি আজ পরে ফিরে আসছি।' আর তখন কেবলমাত্র তাঁর হাসির দ্বারা তাদের মনকে জয় করে নিয়ে, অতিকষ্টে তিনি তাদের প্রেমময়ী দৃষ্টিপাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নির্গত হতেন।"

শ্লোক ১৭

সুধর্মাখ্যাং সভাং সর্বৈর্বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ ।
প্রাবিশদ্যন্নিবিষ্টানাং ন সন্ত্যঙ্গ ষড়ূর্ময়ঃ ॥ ১৭ ॥

সুধর্মা-আখ্যম্—সুধর্মা নামক; **সভাম্**—রাজসভাগৃহ; **সর্বৈঃ**—সকলের দ্বারা; **বৃষ্ণিভিঃ**—বৃষ্ণিগণ; **পরিবারিতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **প্রাবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **যৎ**—যেখানে; **নিবিষ্টানাম্**—প্রবিষ্টগণের; **ন সন্তি**—ঘটে না; **অঙ্গ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ষট্**—ছয়টি; **ঊর্ময়ঃ**—তরঙ্গসমূহ।

অনুবাদ

হে রাজন, শ্রীভগবান সকল বৃষ্ণিগণ পরিবৃত হয়ে সুধর্মা নামে যে সভাগৃহে প্রবেশ করতেন, সেখানে প্রবেশকারী সকলেই জড় জীবনের ছয়টি তরঙ্গ থেকে রক্ষা পেত।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "স্মরণ করা যেতে পারে যে, সুধর্মা সভাগৃহটি স্বর্গলোক থেকে নিয়ে এসে দ্বারকা পুরীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। সভাগৃহটির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, কেউই এর ভেতরে প্রবেশ করলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—এই ছয় ধরনের জাগতিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে যেত। এগুলি ভব সংসারের কশাঘাত এবং যতক্ষণ কেউ সুধর্মা সভাগৃহে অবস্থান করত, ততক্ষণ সে এই ছয়টি ভব কশাঘাতে প্রভাবিত হত না।"

এই বিষয়ে শ্রীল শ্রীধর স্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করছেন যে, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিভিন্ন প্রাসাদের প্রতিটি থেকে পৃথকভাবে নির্গত হতেন, তখন তাঁর প্রতিটি নিজস্ব রূপকে কেবলমাত্র ঐ নির্দিষ্ট প্রাসাদের ভূমিতে উপস্থিত ব্যক্তি ও ঐ প্রাসাদের প্রতিবেশীগণ দেখতে পেত, কিন্তু অন্যেরা তা দর্শন করতে পারত না। এরপর, সুধর্মা সভাগৃহের প্রবেশপথে শ্রীভগবানের সমস্ত রূপ একটি অখণ্ড রূপে মিশে যেত এবং সেইভাবে তিনি সভাগৃহে প্রবেশ করতেন।

শ্লোক ১৮

তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভুর্
বভৌ স্বভাসা ককুভোঽবভাসয়ন্ ।
বৃতো নৃসিংহৈর্যদুভির্যদূত্তমো
যথোড়ুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ ॥ ১৮ ॥

তত্র—সেখানে; **উপবিষ্টঃ**—উপবেশন করে; **পরম-আসনে**—তাঁর উত্তম সিংহাসনে; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **বভৌ**—আলো বিকীর্ণ করছিলেন; **স্ব**—তাঁর আপন; **ভাসা**—দীপ্তিতে; **ককুভঃ**—দিঙ্‌মণ্ডল; **অবভাসয়ন্**—উদ্ভাসিত করে; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **নৃ**—নরসমাজের মধ্যে; **সিংহৈঃ**—সিংহের দ্বারা; **যদুভিঃ**—যদুগণ দ্বারা; **যদু-উত্তমঃ**—যদুশ্রেষ্ঠ; **যথা**—যথা; **উরু-রাজঃ**—চন্দ্র; **দিবি**—আকাশে; **তারকাগণৈঃ**—নক্ষত্রসমূহ দ্বারা (পরিবেষ্টিত)।

অনুবাদ

সেখানে সেই সভাগৃহে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করলে, তিনি তাঁর অনবদ্য দীপ্তিতে দিঙ্মণ্ডলে আলো বিকীর্ণ করে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছিলেন। মানুষের মধ্যে সিংহের মতো যদুগণ পরিবৃত হয়ে সেই যদুশ্রেষ্ঠ অসংখ্য নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্রের মতো উদ্ভাসিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

তত্রোপমন্ত্রিণো রাজন্ নানাহাস্যরসৈর্বিভুম্ ।
উপতস্থুর্নটাচার্যা নর্তক্যস্তাণ্ডবৈঃ পৃথক্ ॥ ১৯ ॥

তত্র—সেখানে; **উপমন্ত্রিণঃ**—বিদূষকেরা; **রাজন্**—হে রাজন; **নানা**—নানা; **হাস্য**—পরিহাসকর; **রসৈঃ**—ভাব; **বিভূম্**—ভগবান; **উপতস্থুঃ**—তাঁরা সেবা করলেন; **নট-আচার্যাঃ**—দক্ষ চিত্তবিনোদক; **নর্তক্যঃ**—নর্তকী; **তাণ্ডবৈঃ**—উদ্দাম নৃত্য দ্বারা; **পৃথক্**—আলাদাভাবে।

অনুবাদ

আর সেখানে, হে রাজন, বিদূষকেরা নানা পরিহাসকর ভাব প্রদর্শন করে শ্রীভগবানের মনোরঞ্জন করতেন, দক্ষ চিত্তবিনোদনকারীরা তাঁর জন্য অনুষ্ঠান করতেন এবং নর্তকীরা উৎসাহের সঙ্গে নৃত্য করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, *নটাচার্যাঃ* শব্দটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, দক্ষ জাদুকরকে বোঝাচ্ছে। এই সমস্ত বিভিন্ন বিনোদনকারীরা একের পর এক, মহান রাজার সভায় শ্রীভগবানের জন্য অনুষ্ঠান করতেন।

শ্লোক ২০

মৃদঙ্গবীণামুরজবেণুতালদরস্বনৈঃ ।
ননৃতুর্জগুস্তুষ্টুবুশ্চ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ২০ ॥

মৃদঙ্গ—মৃদঙ্গের; **বীণা**—বীণা; **মুরজ**—এবং আরেক ধরনের ঢোলক মুরজের; **বেণু**—বেণুর; **তাল**—করতাল; **দার**—এবং শঙ্খ; **স্বনৈঃ**—ধ্বনিসহ; **ননৃতুঃ**—তারা নৃত্য করত; **জগুঃ**—গান করত; **তুষ্টুবুঃ**—স্তব নিবেদন করত; **চ**—এবং; **সূত**—চারণগণ; **মাগধ**—ইতিহাস কথকগণ; **বন্দিনঃ**—এবং স্তুতি পাঠকবর্গ।

অনুবাদ

এই সকল শিল্পীগণ মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নৃত্য-গীত করতেন এবং পেশাদার কবি, ইতিহাস কথক ও স্তুতি-পাঠকগণ শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন।

শ্লোক ২১

তত্রাহুর্ব্রাহ্মণাঃ কেচিদাসীনা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
পূর্বেষাং পুণ্যযশসাং রাজ্ঞাং চাকথয়ন্ কথাঃ ॥ ২১ ॥

তত্র—সেখানে; আহুঃ—বলতেন; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণ; কেচিৎ—কোন কোন; আসীনাঃ—উপবিষ্ট; ব্রহ্ম—বেদের; বাদিনঃ—বচন; পূর্বেষাম্—অতীতের; পুণ্য—পুণ্য; যশসাম্—যশা; রাজ্ঞাম্—রাজাদের; চ—এবং; আকথয়ন্—তাঁর সবিশেষ বর্ণনা করতেন; কথাঃ—কথা।

অনুবাদ

কোন কোন ব্রাহ্মণ সেই সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে অনর্গলভাবে বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণ করতেন এবং অন্যান্যরা অতীতের পুণ্যবান রাজাদের কথা সবিশেষ বর্ণনা করতেন।

শ্লোক ২২

তত্রৈকঃ পুরুষো রাজন্নাগতোঽপূর্বদর্শনঃ ।
বিজ্ঞাপিতো ভগবতে প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ ॥ ২২ ॥

তত্র—সেখানে; একঃ—এক; পুরুষঃ—পুরুষ; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); আগতঃ—আগমন করেছিল; অপূর্ব—অপূর্ব; দর্শনঃ—দর্শন; বিজ্ঞাপিতঃ—আজ্ঞাক্রমে; ভগবতে—ভগবানের; প্রতিহারৈঃ—দ্বার রক্ষক দ্বারা; প্রবেশিতঃ—প্রবেশিত।

অনুবাদ

হে রাজন, একবার কোন এক অপূর্বদর্শন পুরুষ সভায় উপস্থিত হয়েছিল। দ্বার রক্ষক তার কথা শ্রীভগবানকে জ্ঞাপন করার পর তাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ২৩

স নমস্কৃত্য কৃষ্ণায় পরেশায় কৃতাঞ্জলিঃ ।
রাজ্ঞামাবেদয়দ্দুঃখং জরাসন্ধনিরোধজম্ ॥ ২৩ ॥

সঃ—সে; **নমস্কৃত্য**—নমস্কার করার পর; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **পর-ঈশায়**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—কর জোড়ে; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **অবেদয়াৎ**—সে নিবেদন করল; **দুঃখম্**—দুঃখ; **জরাসন্ধ**—জরাসন্ধ দ্বারা; **নিরোধ-জম্**—বন্দীত্ব হেতু।

অনুবাদ

সেই পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে নমস্কার করল এবং কিভাবে অসংখ্য রাজাদের জরাসন্ধ বন্দী করে রাখায় তারা কষ্ট ভোগ করছিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানকে তা বর্ণনা করল।

শ্লোক ২৪

যে চ দিগ্বিজয়ে তস্য সন্নতিং ন যযুর্নৃপাঃ ।
প্রসহ্য রুদ্ধাস্তেনাসন্নযুতে দ্বে গিরিব্রজে ॥ ২৪ ॥

যে—যারা; **চ**—এবং; **দিক্-বিজয়ে**—সমস্ত দিকবিজয়ের সময়; **তস্য**—তার দ্বারা (জরাসন্ধ); **সন্নতিম্**—পূর্ণ বশ্যতা; **ন যযুঃ**—স্বীকার করেনি; **নৃপাঃ**—রাজাগণ **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **রুদ্ধাঃ**—আবদ্ধ করেছিল; **তেন**—তার দ্বারা; **আসন্**—তারা ছিল; **অযুতে**—দশ সহস্র; **দ্বে**—দুই; **গিরি-ব্রজে**—গিরিব্রজ নামক দুর্গে।

অনুবাদ

কুড়ি সহস্র রাজা যারা জরাসন্ধের বিশ্ব বিজয়ের সময় তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে প্রত্যাখান করেছিল, তারা গিরিব্রজ নামক দুর্গে জরাসন্ধ দ্বারা বলপূর্বক বন্দী হয়ে আছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, এই সকল রাজারা জরাসন্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অন্যান্য রূপে বশ্যতা স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল। *মহাভারত* ও অন্যান্য সাহিত্যেও সুবিদিত একটি ঘটনা রয়েছে যে, জরাসন্ধ এক লক্ষ রাজার জীবন বলি দিয়ে মহা-ভৈরবকে পূজা করতে চেয়েছিল।

শ্লোক ২৫

রাজান ঊচুঃ

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ প্রপন্নভয়ভঞ্জন ।
বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতাঃ পৃথগ্ধিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

রাজানঃ—রাজারা; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **কৃষ্ণ কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **অপ্রমেয়-আত্মন্**—হে অপ্রমেয় আত্মা; **প্রপন্ন**—শরণাগতের; **ভয়**—ভয়; **ভঞ্জন**—বিনাশক; **বয়ম্**—আমরা; **ত্বাম্**—আপনার কাছে; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **যামঃ**—আগমন করেছি; **ভব**—সংসারের; **ভীতাঃ**—ভয়ে ভীত; **পৃথক্**—ভিন্ন; **ধীয়ঃ**—যাদের মানসিকতা।

অনুবাদ

রাজারা বললেন [তাঁদের দূতের মাধ্যমে যেমন বর্ণিত হয়েছিল]—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে অপ্রমেয়-আত্মা, হে শরণাগতজনের ভয় বিনাশক! আমাদের ভিন্ন মনোভাব সত্ত্বেও আমরা সংসারের ভয়বশত আপনার শরণাগত হয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, এই শ্লোকে এবং পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে তাঁদের অনুনয় উপস্থাপন করেছেন। এই শ্লোকে তাঁরা শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, পরবর্তী তিনটি শ্লোকে তাঁরা তাঁদের ভয়কে বর্ণনা করেছেন এবং শেষ দুটি শ্লোকে তাঁরা তাঁদের প্রার্থনাপূর্ণ অনুরোধ ব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ২৬

লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চনে স্বে ।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥ ২৬ ॥

লোকঃ—সমগ্র জগৎ; **বিকর্ম**—পাপ কর্মে; **নিরতঃ**—সর্বদা আসক্ত; **কুশলে**—যা তাদের মঙ্গলের জন্য; **প্রমত্তঃ**—বিভ্রান্ত; **কর্মণি**—কর্তব্য সম্বন্ধে; **অয়ম্**—এই (জগতে); **ত্বৎ**—আপনার দ্বারা; **উদিতে**—কথিত; **ভবৎ**—আপনার; **অর্চনে**—পূজা; **স্বে**—তাদের নিজ (মঙ্গলজনক); **যঃ**—যে; **তাবৎ**—যেহেতু; **অস্য**—এই জগতের; **বল-বান্**—বলশালী; **ইহ**—এই জীবনে; **জীবিত**—দীর্ঘ জীবনের জন্য; **আশাম্**—আশা; **সদ্যঃ**—সহসা; **ছিনত্তি**—ছেদন করলেন; **অনিমিষায়**—'অপলক' সময়কে; **নমঃ**—নমস্কার; **অস্তু**—করি; **তস্মৈ**—তাঁকে।

অনুবাদ

এই জগতের মানুষেরা সর্বদা পাপকর্মে রত এবং এইভাবে তারা আপনার নির্দেশ অনুসারে আপনার অর্চনা করার তাদের প্রকৃত কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে, এই আচরণের মাধ্যমেই তাদের সৌভাগ্য লাভ হবে। আমরা সেই সর্বশক্তিমান

ভগবানকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি যিনি কালরূপে আবির্ভূত হন এবং এই জগতে কারও দীর্ঘ জীবনের জন্য দুর্দান্ত আশাকে সহসা ছেদন করেন!

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) বলছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্বঃ মদর্পণম্ ॥

"তুমি যা কর, তুমি যা খাও, তুমি যা অর্পণ বা দান কর এবং তুমি যে তপশ্চর্যা সম্পাদন কর, হে কৌন্তেয়, তা আমার প্রতি নিবেদন কর।"

এই হচ্ছে শ্রীভগবানের আদেশ, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়ে এই পবিত্র কর্মকে উপেক্ষা করে, পরিবর্তে তাদের ভয়ঙ্কর দুর্ভোগের দিকে পরিচালিতকারী পাপপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করতে পছন্দ করে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আচরণ সম্বন্ধে জগতকে শিক্ষা প্রদানের জন্য কাজ করে চলেছে।

শ্লোক ২৭

লোকে ভবান্ জগদিনঃ কলয়াবতীর্ণঃ
সদ্রক্ষণায় খলনিগ্রহণায় চান্যঃ ।
কশ্চিত্ত্বদীয়মতিযাতি নিদেশমীশ
কিং বা জনঃ স্বকৃতমৃচ্ছতি তন্ন বিদ্মঃ ॥ ২৭ ॥

লোকে—এই জগতে; **ভবান্**—আপনি; **জগৎ**—জগতের; **ইনঃ**—অধীশ্বর; **কলয়া**—আপনার অংশ বলদেব সহ বা আপনার কাল-শক্তি সহ; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **সৎ**—সাধু; **রক্ষণায়**—রক্ষার জন্য; **খল**—দুষ্ট; **নিগ্রহণায়**—দমন করার জন্য; **চ**—এবং; **অন্যঃ**—অন্য; **কশ্চিৎ**—কেউ; **তদীয়ম্**—আপনার; **অতিযাতি**—অতিক্রম করতে পারে; **নিদেশম্**—বিধান; **ঈশ**—হে ভগবান; **কিম্ বা**—অথবা অন্য কোন; **জনঃ**—এক পুরুষ; **স্ব**—স্বয়ং; **কৃতম্**—সৃষ্ট; **ঋচ্ছতি**—প্রাপ্ত হয়; **তৎ**—তা; **ন বিদ্মঃ**—আমরা বুঝতে পারছি না।

অনুবাদ

আপনি জগতের অধীশ্বর এবং সাধুগণকে রক্ষা ও দুর্জনদের দমন করার জন্য আপনার নিজস্ব শক্তিসহ আপনি এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে ভগবান, আমরা বুঝতে পারছি না কিভাবে অন্য কেউ আপনার বিধান লঙ্ঘন করেও অবিরত তার কর্মফলের আনন্দ ভোগ করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, রাজারা তাদের দুঃখভোগের ফলে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তারা এখানে বলছে যে, শ্রীভগবান যেহেতু সাধুদের রক্ষা ও দুষ্টদের দণ্ডদানের জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাহলে কিভাবে সেই জরাসন্ধ উদ্ধতভাবে শ্রীভগবানের নির্দেশ লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও ক্রমাগত তার খল আচরণ করে যাচ্ছে, অথচ রাজারা দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে রয়েছে? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও একইভাবে বলছেন যে, রাজারা বুঝতে পারছিল না কিভাবে জরাসন্ধ সাধুসজ্জনদের বার বার আক্রমণ করা সত্ত্বেও এবং বিদ্বেষপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও, সে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধি লাভ করছিল এবং রাজারা খল জরাসন্ধের কাছে নিপীড়িত হচ্ছিল। তেমনই শ্রীল প্রভুপাদ *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে এইভাবে রাজাদের মনোভাব উদ্ধৃত করেছেন, "হে ভগবান, আপনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর, এবং আপনি আপনার অংশপ্রকাশ শ্রীবলরাম সহ স্বয়ং অবতরণ করেছেন। বলা হয় যে, আপনার এই অবতার রূপ আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীদের রক্ষা করা এবং দুষ্কৃতীদের বিনাশ করা। এই রকম পরিস্থিতিতে, আপনার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সক্রিয় জরাসন্ধের মতো দুষ্কৃতিপরায়ণ মানুষের তৈরি জীবনের এমন দুর্বিষহ অবস্থায় আমাদের থাকা সম্ভব? এই পরিস্থিতিতে আমরা হতবুদ্ধি হয়েছি এবং বুঝতে পারছি না কিভাবে তা সম্ভব? এমন হতে পারে যে, আমাদের অতীতের দুষ্কর্মের জন্য জরাসন্ধ আমাদের এভাবে নিপীড়ন করার জন্য নিয়োজিত হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্র থেকে আমরা জেনেছি যে, যিনি আপনার পাদপদ্মে শরণাগত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ পাপময় জীবনের কর্মফল থেকে মুক্ত হন। আমরা তাই সর্বান্তকরণে আপনার আশ্রয়ে নিজেদের নিবেদন করলাম, এবং আমরা আশা করি হে ভগবান, এখন আপনি আমাদের পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করবেন।"

শ্লোক ২৮

স্বপ্নায়িতং নৃপসুখং পরতন্ত্রমীশ
শশ্বদ্ভয়েন মৃতকেন ধুরং বহামঃ ।
হিত্বা তদাত্মনি সুখং ত্বদনীহলভ্যং
ক্লিশ্যামহেঽতিকৃপণাস্তব মায়য়েহ ॥ ২৮ ॥

স্বপ্নায়িতম্—স্বপ্নের মতো; **নৃপ**— রাজাদের; **সুখম্**—সুখ; **পর-তন্ত্রম্**—বিষয় সাধ্য; **ঈশ**—হে ভগবান; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **ভয়েন**—ভীতিপূর্ণ; **মৃতকেন**—এই মৃততুল্য শরীর যুক্ত; **ধুরম্**—বোঝা; **বহামঃ**—আমরা বহন করছি; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে;

তৎ—সেই; **আত্মনি**—আত্মমধ্যগত; **সুখম্**—সুখ; **ত্বৎ**—আপনার জন্য কৃত; **অনীহ**—নিষ্কাম কর্ম দ্বারা; **লভ্যম্**—লভ্য; **ক্লিশ্যামহে**—আমরা ক্লেশ ভোগ করছি; **অতি**—অতি; **কৃপণাঃ**—দীন; **তব**—আপনার; **মায়য়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

হে ভগবান, সর্বদা ভয়ে পূর্ণ, মৃতবৎ এই দেহ নিয়ে আমরা স্বপ্নবৎ, বিষয়সাধ্য রাজসুখের বোঝা বহন করি। এইভাবে আমরা আত্মার প্রকৃত সুখ পরিত্যাগ করেছি, যা আপনার প্রতি নিষ্কাম সেবার দ্বারা লাভ করা যায়। অত্যন্ত দীনহীন হওয়ার ফলে, আমরা এই জীবনে আপনার মায়া শক্তির অধীনে কেবলই ক্লেশ ভোগ করছি।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে রাজারা তাদের সন্দেহ প্রকাশ করার পর এখানে স্বীকার করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত রাজপদের অনিত্য সুখের বিনিময়ে আত্মার নিত্যসুখ পরিত্যাগ করার মতো মূর্খতার জন্যই তাঁরা দুর্দশা ভোগ করছেন। তাঁদের আপন আত্মার বিনিময়ে সম্পদ, ক্ষমতা, সম্মান, সম্ভ্রান্ত পরিবার ইত্যাদি কামনা করে অধিকাংশ মানুষই একই রকম ভুল করে। রাজারা স্বীকার করছেন যে, তাঁরা শ্রীভগবানের মায়া শক্তির অধীনে পতিত হয়েছেন এবং সুখের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্নতা গ্রহণ করে ভুল করেছেন।

শ্লোক ২৯

তন্নো ভবান্ প্রণতশোকহরাঙ্ঘ্রিযুগ্মো
বন্ধান্ বিযুঙ্ক্ষ্ব মগধাহ্বয়কর্মপাশাৎ ।
যো ভূভুজোঽযুতমতঙ্গজবীর্যমেকো
বিভ্রদ্ রুরোধ ভবনে মৃগরাড়িবাবীঃ ॥ ২৯ ॥

তৎ—সুতরাং; **নঃ**—আমাদের; **ভবান্**—আপনি; **প্রণত**—শরণাগতের; **শোক**—শোক; **হর**—হরণকারী; **অঙ্ঘ্রি**—পদ; **যুগ্মঃ**—যুগল; **বন্ধান্**—বন্ধন; **বিযুঙ্ক্ষ্ব**—মুক্ত করুন; **মগধ-আহ্বয়**—মগধ নামে পরিচিত (জরাসন্ধ); **কর্ম**—কর্মের; **পাশাৎ**—বন্ধন হতে; **যঃ**—যে; **ভূ-ভুজঃ**—রাজারা; **অযুত**—দশ সহস্র; **মতম্**—মত্ত; **গজ**—হস্তীর; **বীর্যম্**—বিক্রম; **একঃ**—একা; **বিভ্রদ্**—ধারণ করে; **রুরোধ**—বন্দী; **ভবনে**—তার বাসস্থানে; **মৃগ-রাট্**—পশুরাজ, সিংহ; **ইব**—যেমন; **অবীঃ**—মেষ।

অনুবাদ

সুতরাং যেহেতু আপনার পদযুগল শরণাগতের শোক দূর করে, তাই মগধ রাজ-রূপ কর্মের শৃঙ্খলের বন্দীত্ব হতে আমাদের মুক্ত করুন। দশ সহস্র মত্ত হস্তীর বিক্রম একাকী ধারণ করে, ঠিক যেভাবে কোনও সিংহ মেষদের আবদ্ধ করে, সেভাবে সে আমাদের তার গৃহে বন্দী করে রেখেছে।

তাৎপর্য

রাজারা এখানে শ্রীভগবানের মায়া শক্তি দ্বারা সৃষ্ট কর্মের বন্ধন হতে তাঁদের মুক্ত করার জন্য শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। রাজারা পরিষ্কারভাবে বলছেন যে, জরাসন্ধ এতই শক্তিশালী বলে তাঁদের নিজেদের শক্তিতে পলায়ন করার কোন আশাই তাঁদের নেই।

শ্লোক ৩০

যো বৈ ত্বয়া দ্বিনবকৃত্ব উদাত্তচক্র
ভগ্নো মৃধে খলু ভবন্তমনন্তবীর্যম্ ।
জিত্বা নৃলোকনিরতং সকৃদূঢ়দর্পো
যুষ্মৎপ্রজা রুজতি নোঽজিত তদ্বিধেহি ॥ ৩০ ॥

যঃ—যে; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **দ্বি**—দুই; **নব**—নয়; **কৃত্বঃ**—বার; **উদাত্ত**—উদ্যত; **চক্র**—হে চক্রধারী; **ভগ্নঃ**—পরাজিত; **মৃধে**—যুদ্ধে; **খলু**—নিশ্চিতরূপে; **ভবন্তম্**—আপনাকে; **অনন্ত**—অসীম; **বীর্যম্**—যার শক্তি; **জিত্বা**—পরাজিত করে; **নৃ-লোক**—মনুষ্যজনোচিত কার্যে; **নিরতম্**—সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হয়ে; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **ঊঢ়**—স্ফীত; **দর্পঃ**—যার অহঙ্কার; **যুষ্মৎ**—আপনার; **প্রজাঃ**—প্রজা; **রুজতি**—উৎপীড়ন করছে; **নঃ**—আমাদের; **অজিত**—হে অজেয়; **তৎ**—তা; **বিধেহি**—দয়া করে প্রতিকার করুন।

অনুবাদ

হে চক্রধারী! আপনার শক্তি অসীম, আর তাই সপ্তদশবার আপনি যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তখন, মনুষ্যজনোচিত কার্যে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হয়ে আপনি তাকে একবার আপনাকে পরাজিত করতে সুযোগ প্রদান করেছিলেন। এখন তাই সে এতটাই অহঙ্কারে পূর্ণ যে, আপনার প্রজারূপে সে আমাদের উৎপীড়ন করার সাহস করছে। হে অজিত, কৃপা করে এই অবস্থার প্রতিকার করুন।

তাৎপর্য

নৃ-লোক-নিরতম্ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীভগবান মনুষ্য জগতের লীলায় মগ্ন ছিলেন। এইভাবে, যখন তিনি কোনও মনুষ্য-রাজার মতো লীলা করছিলেন, তখন জরাসন্ধকে শ্রীভগবান সতেরবার পরাজিত করার পর একটি যুদ্ধে তাকে বিজয়ী হতে সুযোগ দিয়েছিলেন। রাজারা এখানে ইঙ্গিত করছেন যে, জরাসন্ধ বিশেষভাবে তাঁদের উৎপীড়ন করছিল কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত আত্মা। সুতরাং তাঁরা শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, "হে উদ্যত-চক্রধারী, কৃপা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদ রাজাদের মনোভাব এইভাবে প্রকাশ করছেন—"হে ভগবান, আপনি ইতিমধ্যেই পর পর আঠারবার জরাসন্ধের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, তার অসাধারণ বলবীর্যকে অতিক্রম করে, তার মধ্যে সতেরবার আপনি তাকে পরাজিত করেছেন। কিন্তু অষ্টাদশতম যুদ্ধে আপনি মানুষের মতো আচরণ করায় আপাতদৃষ্টিতে আপনি একবার পরাভূত হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। হে ভগবান, আপনার বল, বীর্য, সম্পদ ও কর্তৃত্ব সকলই অসীম, তাই আমরা ভালভাবে জানি জরাসন্ধ আপনাকে পরাভূত করতে পারে না। কেউই আপনার সমকক্ষ নয় বা আপনার চেয়ে শ্রেয় নয়। অষ্টাদশতম যুদ্ধে জরাসন্ধের কাছে আপনার আপাত প্রতীয়মান পরাজয়, নরলীলা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। দুর্ভাগ্যবশত মূঢ় জরাসন্ধ আপনার চতুরতা বুঝতে পারেনি এবং তারপর থেকেই সে তার জড়জাগতিক সম্মান ও ক্ষমতায় গর্বিত হয়ে ওঠে। বিশেষত, ভক্তরূপে আমরা আপনার শাসনাধীন জানা সত্ত্বেও, সে আমাদের বন্দী করে কারারুদ্ধ করে।"

শ্লোক ৩১

দূত উবাচ

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ।
প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্ ॥ ৩১ ॥

দূতঃ উবাচ—দূত বলল; **ইতি**—এইভাবে; **মাগধ**—জরাসন্ধ দ্বারা; **সংরুদ্ধাঃ**—বন্দী; **ভবৎ**—আপনার; **দর্শন**—দর্শনের জন্য; **কাঙ্ক্ষিণঃ**—উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষারত; **প্রপন্নাঃ**—শরণাগত; **পাদ**—চরণযুগলের; **মূলম্**—মূলে; **তে**—আপনার; **দীনানাম্**—দীনজনকে; **শম্**—মঙ্গল; **বিধীয়তাম্**—প্রদান করুন।

অনুবাদ

দূত আরও বলল—এই সকল জরাসন্ধের কাছে বন্দী রাজাদের এই হল বার্তা; তাঁরা আপনার চরণযুগলের শরণাগত হয়ে, সকলেই আপনার দর্শনাভিলাষী। এই সকল দীনজনকে কৃপা করে সৌভাগ্য প্রদান করুন।

শ্লোক ৩২

শ্রীশুক উবাচ

রাজদূতে ব্রুবত্যেবং দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতিঃ ।
বিভ্রৎ পিঙ্গজটাভারং প্রাদুরাসীদ্‌যথা রবিঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **রাজ**—রাজাদের; **দূতে**—দূত; **ব্রুবতি**—বলছিল; **এবম্**—এইভাবে; **দেব**—দেবতাদের; **ঋষিঃ**—ঋষি (নারদ মুনি); **পরম**—পরম; **দ্যুতিঃ**—যার দ্যুতি; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **পিঙ্গ**—পিঙ্গল বর্ণের; **জটা**—জটা; **ভারম্**—ভার; **প্রাদুরাসীৎ**—আবির্ভূত হলেন; **যথা**—মতো; **রবিঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজাদের দূত যখন এইভাবে বলছিল, তখন দেবতাদের ঋষিবর শ্রীনারদ সহসা আবির্ভূত হলেন। মাথায় পিঙ্গল জটাজুটধারী পরম জ্যোতির্ময় সেই ঋষি উজ্জ্বল সূর্যের মতো প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৩৩

তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ।
ববন্দ উত্থিতঃ শীর্ষ্ণা সসভ্যঃ সানুগো মুদা ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাঁকে; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সর্ব**—সকল; **লোক**—জগতের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তাদের; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **ববন্দ**—তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন; **উত্থিতঃ**—দণ্ডায়মান হয়ে; **শীর্ষ্ণা**—তাঁর শির দ্বারা; **স**—সহ; **সভ্যঃ**—সভার সদস্যগণ; **স**—সহ; **অনুগঃ**—তাঁর অনুগামী; **মুদা**—আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও শিবের মতো জগৎ পালকদেরও কাছে অর্চনীয় ঈশ্বর, তবুও নারদ মুনিকে উপস্থিত হতে লক্ষ্য করা মাত্র তিনি তাঁর মন্ত্রী ও সচিবদের নিয়ে মহান ঋষিকে অভ্যর্থনার জন্য আনন্দিত হয়ে দণ্ডায়মান হলেন এবং তাঁর মস্তক অবনত করে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

এই অংশটি শ্রীল প্রভুপাদের *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের ভিত্তিতে অনূদিত। *মুদা* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নারদের উপস্থিতি দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

সভাজয়িত্বা বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহম্ ।
বভাষে সুনৃতৈর্বাক্যৈঃ শ্রদ্ধয়া তর্পয়ন্ মুনিম্ ॥ ৩৪ ॥

সভাজয়িত্বা—অর্চনা করে; **বিধি-বৎ**—শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে; **কৃত**—তাঁকে (নারদ), যিনি করেছিলেন; **আসন**—একটি আসন; **পরিগ্রহম্**—গ্রহণ; **বভাষে**—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) বললেন; **সু-নৃতৈঃ**—সত্য-নিষ্ঠ ও মধুর; **বাক্যৈঃ**—বাক্য দ্বারা; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহ; **তর্পয়ন্**—সন্তুষ্ট করে; **মুনিম্**—মুনি।

অনুবাদ

নারদ মুনি তাঁকে নিবেদিত আসন গ্রহণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মুনিকে সম্মানিত করলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে সন্তুষ্ট করে সত্যনিষ্ঠ ও মধুর বাক্য বললেন।

শ্লোক ৩৫

অপি স্বিদদ্য লোকানাং ত্রয়াণামকুতোভয়ম্ ।
ননু ভূয়ান্ ভগবতো লোকান্ পর্যটতো গুণঃ ॥ ৩৫ ॥

অপি স্বিৎ—নিশ্চিত রূপে; **অদ্য**—আজ; **লোকানাম্**—জগতের; **ত্রয়াণাম্**—তিন; **অকুতঃ-ভয়ম্**—সম্পূর্ণরূপে ভয় মুক্ত; **ননু**—বস্তুত; **ভূয়ান্**—মহান; **ভগবতঃ**—শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের; **লোকান্**—সমস্ত জগৎ জুড়ে; **পর্যটতঃ**—যিনি ভ্রমণ করেন; **গুণঃ**—গুণ।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] স্বেচ্ছায় জগৎপরিভ্রমণকারী আপনার মতো এরূপ মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ত্রিভুবন আজ অবশ্যই সকল ভয় হতে মুক্ত হল।

শ্লোক ৩৬

ন হি তেঽবিদিতং কিঞ্চিল্লোকেষ্বীশ্বরকর্তৃষু ।
অথ পৃচ্ছামহে যুষ্মান্ পাণ্ডবানাং চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **তে**—আপনাকে; **অবিদিতম্**—অজানা; **কিঞ্চিৎ**—কোনকিছু; **লোকেষু**—জগৎ-মধ্যে; **ঈশ্বর**—ঈশ্বর; **কর্তৃষু**—সৃষ্ট; **অথ**—এইভাবে; **পৃচ্ছামহে**—আমরা জিজ্ঞাসা করছি; **যুষ্মান্**—আপনার কাছ থেকে; **পাণ্ডবানাম্**—পাণ্ডুর পুত্রদের; **চিকীর্ষিতম্**—উদ্দেশ্য সম্বন্ধে।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের সৃষ্টি বিষয়ে কিছুই আপনার কাছে অজানা নয়। সুতরাং আমাদের কৃপা করে বলুন—পাণ্ডবেরা কি করতে চায়।

শ্লোক ৩৭

শ্রীনারদ উবাচ

দৃষ্টা ময়া তে বহুশো দুরত্যয়া
মায়া বিভো বিশ্বসৃজশ্চ মায়িনঃ ।
ভূতেষু ভূমংশ্চরতঃ স্বশক্তিভির্
বহ্নেরিব চ্ছন্নরুচো ন মেঽদ্ভুতম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **দৃষ্টা**—দেখা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—আপনার; **বহুশঃ**—বহু বার; **দুরত্যয়া**—দুর্লঙ্ঘ্য; **মায়া**—মায়ার শক্তি; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **বিশ্ব**—জগতের; **সৃজঃ**—স্রষ্টার (ব্রহ্মার); **চ**—এবং; **মায়িনঃ**—মায়াবী; **ভূতেষু**—সৃষ্ট জীবের মধ্যে; **ভূমন্**—হে সর্বব্যাপক; **চরতঃ**—(আপনার) যিনি বিচরণশীল; **স্ব**—আপনার নিজ; **শক্তিভিঃ**—শক্তিরাশির দ্বারা; **বহ্নে**—অগ্নির; **ইব**—মতো; **ছন্ন**—আচ্ছন্ন; **রুচঃ**—যার আলো; **ন**—না; **মে**—আমার জন্য; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

শ্রীনারদ বললেন—আমি বহুবার আপনার মায়ার দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি লক্ষ্য করেছি, হে সর্বশক্তিমান, যার দ্বারা আপনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকেও মোহিত করেন। হে সর্বব্যাপক ভগবান, তাই আমার কাছে আশ্চর্য নয় যে, ধূম দ্বারা অগ্নি যেমন নিজের আলো আচ্ছন্ন রাখে, তেমনি সর্বভূতে বিচরণশীল আপনিও আপনার নিজ শক্তিরাশি দিয়ে নিজেকে গোপন করে রাখেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নারদ মুনিকে পাণ্ডবগণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, তখন নারদ মুনি উত্তর দিলেন যে, শ্রীভগবান স্বয়ং সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, এমনকি তিনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকেও মোহিত করতে পারেন। নারদ বুঝেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ

জরাসন্ধকে বধ করার আকাঙ্ক্ষা করছেন এবং তাই নারদের কাছ থেকে পাণ্ডবদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে এই লীলার আয়োজন শুরু করছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বিনীতভাবে তাঁর কাছ থেকে তথ্য জানতে চাইলেন, নারদ তখন শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যটি বুঝতে পেরে আশ্চর্য হননি।

শ্লোক ৩৮

তবেহিতং কোঽর্হতি সাধু বেদিতুং
স্বমায়য়েদং সৃজতো নিযচ্ছতঃ ।
যদ্বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে
তস্মৈ নমস্তে স্ববিলক্ষণাত্মনে ॥ ৩৮ ॥

তব—আপনার; **ঈহিতম্**—উদ্দেশ্য; **কঃ**—কে; **অর্হতি**—সমর্থ হয়; **সাধু**—যথাযথভাবে; **বেদিতুম্**—হৃদয়ঙ্গম করতে; **স্ব**—আপনার নিজ; **মায়য়া**—জড়া শক্তি; **ইদম্**—এই (ব্রহ্মাণ্ড); **সৃজতঃ**—যিনি সৃষ্টি করেন; **নিযচ্ছতঃ**—এবং প্রত্যাহার করেন; **যৎ**—যা; **বিদ্যমান**—বিদ্যমান থাকার জন্য; **আত্মতয়া**—পরমাত্মা স্বরূপ, আপনার প্রতি সম্পর্কের দ্বারা; **অবভাসতে**—প্রকাশিত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **স্ব**—আপনার আপন প্রকৃতি দ্বারা; **বিলক্ষণ-আত্মনে**—অচিন্তনীয়।

অনুবাদ

আপনার উদ্দেশ্য কে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে? আপনার জড়া শক্তি দ্বারা আপনি এই সৃষ্টিকে বিস্তার করেন এবং প্রত্যাহারও করেন, যা এইভাবে প্রকৃত বিদ্যমান হয়ে থাকে। যার চিন্ময় অবস্থান অচিন্তনীয়, সেই আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

নারদ মুনির উপলব্ধিকে শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে বর্ণনা করছেন "হে প্রভু, আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা আপনি এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও লয় ঘটান। আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে বৈকুণ্ঠের ছায়া-প্রকাশ এই জড় জগতকে নিত্য বলে মনে হয়। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সকলের নিকট দুরধিগম্য। আপনি অধোক্ষজ ও নির্গুণ তত্ত্ব, তাই সকলের কাছে অচিন্তনীয়। যতদূর সম্ভব আমি অবগত হয়েছি, তাতে আমি কেবলমাত্র বার বার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করতে পারি।

স্ব-বিলক্ষণ-আত্মনে শব্দটিও নির্দেশ করছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপন অনবদ্য বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব রয়েছে। কেউই শ্রীভগবানের সমান অথবা শ্রীভগবানের থেকে বৃহৎ নন।

শ্লোক ৩৯

জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং
ন জানতোঽনর্থবহাচ্ছরীরতঃ ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃ প্রদীপকং
প্রাজ্বালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩৯ ॥

জীবস্য—বদ্ধ জীবের জন্য; **যঃ**—যিনি (ভগবান); **সংসরতঃ**—(বদ্ধ জীব) জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ধৃত; **বিমোক্ষণম্**—মুক্তি; **ন জানতঃ**—না জেনে; **অনর্থ**—অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু; **বহাৎ**—যা আনয়ন করে; **শরীরতঃ**—জড় শরীর হতে; **লীলা**—লীলার জন্য; **অবতারৈঃ**—এই জগতে তাঁর আবির্ভাবের দ্বারা; **স্ব**—তাঁর নিজ; **যশঃ**—যশ; **প্রদীপকম্**—প্রদীপ; **প্রাজ্বালয়ৎ**—প্রজ্বলিত করেন; **ত্বা**—আপনি; **তম্**—সেই ভগবান; **অহম্**—আমি; **প্রপদ্যে**—শরণাগত হলাম।

অনুবাদ

জন্ম-মৃত্যু চক্রে ধৃত জীব জানে না কিভাবে সে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এই জড় দেহ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। কিন্তু আপনি শ্রীভগবান, আপনার বিভিন্ন নিজস্ব রূপে এই জগতে অবতরণ করে আপনার লীলা সম্পাদন করার মাধ্যমে আপনার যশোরূপ প্রজ্বলিত প্রদীপ দিয়ে আত্মার পথ আলোকিত করেন। তাই, আমি আপনার শরণাগত হলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "[নারদ মুনি বললেন,] দেহাত্মবুদ্ধিতে সকলে জড় কামনা বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়, আর তাই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে বার বার দেহান্তরিত হয়ে চলছে। এইভাবে আবিষ্ট ব্যক্তি এই জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় না। হে প্রভু, আপনার অহৈতুকী কৃপাবশত আপনি অবতরণ করেন ও আপনার মহিমাময় ও আলোকিত বিভিন্ন দিব্য লীলাসম্ভার প্রদর্শন করেন। তাই, আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন ভিন্ন আমার কাছে কোন বিকল্প পথ নেই। হে প্রভু, আপনি পরম, পরব্রহ্ম এবং সাধারণ মানুষ রূপে আপনার লীলাসম্ভার আরেকটি কৌশলগত উপায় যা ঠিক মঞ্চে অভিনীত নাটকের মতো, যেখানে অভিনেতা তার আপন সত্তা হতে ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন।"

শ্লোক ৪০

অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্ম নরলোকবিড়ম্বনম্ ।
রাজ্ঞঃ পৈতৃষ্বস্রেয়স্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্ ॥ ৪০ ॥

অথ অপি—তথাপি; **আশ্রাবয়ে**—আমি বলব; **ব্রহ্ম**—হে পরম ব্রহ্ম; **নর-লোক**—মানব সমাজের; **বিড়ম্বনম্**—(আপনাকে) যিনি অনুকরণ করেন; **রাজ্ঞঃ**—রাজার (যুধিষ্ঠির); **পৈতৃ**—আপনার পিতার; **স্বস্রেয়স্য**—ভগিনীর পুত্র; **ভক্তস্য**—আপনার ভক্ত; **চ**—এবং; **চিকীর্ষিতম্**—অভিপ্রায়সমূহ।

অনুবাদ

তথাপি, হে পরম ব্রহ্ম, আপনার পিসিমার পুত্র, আপনার ভক্ত যুধিষ্ঠির মহারাজ মানবরূপে লীলারত আপনাকে কি করতে চান, আমি আপনাকে তা বলব।

শ্লোক ৪১

যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ ।
পারমেষ্ঠ্যকামো নৃপতিস্তদ্ ভবাননুমোদতাম্ ॥ ৪১ ॥

যক্ষ্যতি—তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন; **ত্বাম্**—আপনার প্রতি; **মখ**—অগ্নি যজ্ঞাদির; **ইন্দ্রেণ**—শ্রেষ্ঠ; **রাজসূয়েন**—রাজসূয় নামক; **পাণ্ডবঃ**—পাণ্ডুর পুত্র; **পারমেষ্ঠ্য**—একচ্ছত্র সাম্রাজ্য; **কামঃ**—অভিলাষী; **নৃ-পতিঃ**—রাজা; **তৎ**—তা; **ভবান্**—আপনি; **অনুমোদতাম্**—অনুমোদন করুন।

অনুবাদ

একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অভিলাষী রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞ দ্বারা আপনার পূজা করতে চান। দয়া করে তাঁর উদ্যমকে আশীর্বাদ করুন।

তাৎপর্য

রাজা যুধিষ্ঠিরকে এখানে *পারমেষ্ঠ্য কাম* বা "পারমেষ্ঠ্য কামনাকারী" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *পারমেষ্ঠ্য* শব্দটির অর্থ "একচ্ছত্র আধিপাত্য" এবং আরও বোঝায় যে, "পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সকল অস্তিত্বের শিখরে বিরাজ করেন"। তাই নারদের বার্তাকে শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে অনুবাদ করছেন, "আপনি আপনার আত্মীয় পাণ্ডবগণের শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন আর আমি আপনাকে তাদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানাব। এখন দয়া করে আমার কথা শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের সমস্ত জাগতিক ঐশ্বর্যই রয়েছে যা কেবলমাত্র সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে অর্জন করা সম্ভব। আকাঙ্ক্ষা করার মতো কোনও জড় ঐশ্বর্যই তাঁর নেই, তবুও কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য এবং আপনার সান্নিধ্য লাভ করার জন্য তিনি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে চান। আপনার অহৈতুকি কৃপা লাভ করার জন্য তিনি আপনার অর্চনা করতে চান এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।"

যেহেতু *পারমেষ্ঠ্য* শব্দটি ব্রহ্মার পদকেও বোঝাতে পারে, তাই *পারমেষ্ঠ্য-কাম* পদটি এখানে কেবলমাত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য ও কৃপা কামনার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য গ্রহণ করা হয় নি, বরং শ্রীল প্রভুপাদ এমনও প্রকাশ করছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং *পারমেষ্ঠ্য* অর্থাৎ ব্রহ্মার সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী।

শ্লোক ৪২

তস্মিন্ দেব ক্রতুবরে ভবন্তং বৈ সুরাদয়ঃ ।
দিদৃক্ষবঃ সমেষ্যন্তি রাজানশ্চ যশস্বিনঃ ॥ ৪২ ॥

তস্মিন্—সেই; **দেব**—হে ভগবান; **ক্রতু**—যজ্ঞের; **বরে**—শ্রেষ্ঠ; **ভবন্তম্**—আপনি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সুর**—দেবতারা; **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য উত্তম ব্যক্তিগণ; **দিদৃক্ষবঃ**—দর্শনের জন্য আগ্রহী; **সমেষ্যন্তি**—সকলে আগমন করবেন; **রাজানঃ**—রাজারা; **চ**—ও; **যশস্বিনঃ**—যশস্বী।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনাকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী সকল শ্রেষ্ঠ দেবতা ও যশস্বী রাজারা সেই মহাযজ্ঞে আগমন করবেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ ব্যাখ্যা করছেন যে, নারদ এখানে বলতে চেয়েছেন, যেহেতু সকল মহান ব্যক্তিরা বিশেষত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য আসবেন, তাই তাঁরও সেই যজ্ঞে আসা উচিত।

শ্লোক ৪৩

শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ ।
তব ব্রহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রবণাৎ—শ্রবণ হতে; **কীর্তনাৎ**—কীর্তন; **ধ্যানাৎ**—এবং ধ্যান; **পূয়ন্তে**—পবিত্র হন; **অন্তে-বাসায়িনঃ**—অন্ত্যজ জাতিরাও; **তব**—আপনার সম্বন্ধে; **ব্রহ্ম-ময়স্য**—পরম ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ; **ঈশ**—হে ভগবান; **কিম্ উত**—আর কি বলবার আছে; **ঈক্ষা**—যারা দর্শন করে; **অভিমর্শিনঃ**—এবং স্পর্শ করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আপনার ধ্যান এবং আপনার মহিমারাজি কীর্তন ও শ্রবণের মাধ্যমে অন্ত্যজ জাতিরাও পবিত্র হয়। তাহলে যারা আপনাকে দর্শন করে ও স্পর্শ করে, তাদের কথা আর কি বলার আছে!

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *ব্রহ্মময়স্য* শব্দটিকে *ব্রহ্ম-ঘন মূর্তে* অর্থাৎ 'ব্রহ্ম-ঘন-মূর্তি' অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৪৪

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং
ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্ ।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো
গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্ ॥ ৪৪ ॥

যস্য—যার; **অমলম্**—অমল; **দিবি**—স্বর্গে; **যশঃ**—যশ; **প্রথিতম্**—বিস্তৃত; **রসায়াম্**—পাতালে; **ভূমৌ**—মর্ত্যে; চ—এবং; **তে**—আপনার; **ভুবন**—সকল জগতের জন্য; **মঙ্গল**—হে সৌভাগ্যের স্রষ্টা; **দিক্**—জগতের দিকসমূহের; **বিতানম্**—বিস্তার বা সুসজ্জিত চন্দ্রাতপ; **মন্দাকিনী ইতি**—মন্দাকিনী নামে; **দিবি**—স্বর্গে; **ভোগবতী ইতি**—ভোগবতী নামে; **চ**—এবং; **অধঃ**—নিম্নে; **গঙ্গা ইতি**—গঙ্গা নামে; **চ**—এবং; **ইহ**—এখানে, মর্ত্যে; **চরণ**—আপনার দুই চরণ থেকে; **অম্বু**—জল; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সকল সৌভাগ্যের প্রতীক। আপনার দিব্য নাম ও যশ, স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালসহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উপর একটি চন্দ্রাতপের মতো বিস্তৃত রয়েছে। অপ্রাকৃত যে জল আপনার চরণ-যুগল ধৌত করে, তা স্বর্গে মন্দাকিনী নদী, পাতালে ভোগবতী এবং এই মর্ত্যে গঙ্গা নামে পরিচিত। এই পবিত্র দিব্য জল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী প্রবাহিত হয়ে সেই সমস্ত স্থানকে পবিত্র করছে।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদের *কৃষ্ণ* গ্রন্থটির ভিত্তিতে এই অনুবাদটি করা হয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, *দিগ্বিতানম্* শব্দটি শ্রীকৃষ্ণের দিব্য মহিমারাজি দিগ্‌মণ্ডলের উপর জগৎ-জুড়ে শীতল চন্দ্রাতপের মতো বিস্তৃত, সেই ভাবই ব্যক্ত করছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মের শীতল ছায়ার নীচে সমগ্র জগৎ আশ্রয় পেতে পারে। এইভাবে শ্রীভগবান *ভুবন-মঙ্গল*, এই জগতের জন্য সমস্ত পবিত্রতার প্রতীক।

শ্লোক ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

তত্র তেষ্বাত্মপক্ষেষ্বগৃণৎসু বিজিগীষয়া ।
বাচঃ পেশৈঃ স্ময়ন্ ভৃত্যমুদ্ধবং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তত্র**—সেখানে; **তেষু**—তাঁরা (যাদবেরা); **আত্ম**—তাঁর নিজ; **পক্ষেষু**—সমর্থকেরা; **অগৃণৎসু**—সহমত না হয়ে; **বিজিগীষয়া**—তাঁদের (জরাসন্ধকে) জয় করার কামনার জন্য; **বাচঃ**—বাক্যের; **পেশৈঃ**—মনোরম ব্যবহার দ্বারা; **স্ময়ন্**—সহাস্যে; **ভৃত্যম্**—তাঁর ভৃত্য; **উদ্ধবম্**—শ্রীউদ্ধবকে; **প্রাহ**—বললেন; **কেশব**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—যখন ভগবান শ্রীকেশবের সমর্থক যাদবেরা জরাসন্ধকে পরাজিত করার আগ্রহবশত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, তখন তিনি তাঁর অনুগত উদ্ধবের দিকে তাকালেন এবং সহাস্যে সুমধুর বচনে তাঁকে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন, "দ্বারকায় সুধর্মা সভাগৃহে নারদ মুনির উপস্থিতির ঠিক পূর্বে সচিব, মন্ত্রী সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের রাজ্য আক্রমণের উপায় বিবেচনা করছিলেন। যেহেতু তাঁরা গভীরভাবে এই বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করছিলেন, তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের গমনের বিষয়ে নারদ মুনির প্রস্তাবটি তাঁদের কাছে তেমন আকর্ষণীয় মনে হল না। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু ব্রহ্মারও অধিকর্তা, তাই তিনি তাঁর পার্ষদগণের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। অতএব, তাঁদের শান্ত করার জন্য তিনি সহাস্যে উদ্ধবের সঙ্গে কথা বললেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, শ্রীভগবান হেসেছিলেন তার কারণ হল, কঠিন পরিস্থিতিতে উদ্ধবের পরামর্শ দানের বুদ্ধিদীপ্ত সামর্থ্য তিনি এখন প্রদর্শন করবেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বং হি নঃ পরমং চক্ষুঃ সুহৃন্মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।
অথাত্র ব্রূহ্যনুষ্ঠেয়ং শ্রদ্দধ্মঃ করবাম তৎ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ত্বম্**—তুমি; **হি**—বস্তুত; **নঃ**—আমাদের; **পরমম্**—পরম; **চক্ষুঃ**—চক্ষুস্বরূপ; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; **মন্ত্র**—পরামর্শের; **অর্থ**—মূল্য; **তত্ত্ব-বিৎ**—যে যথাযথরূপে জ্ঞাত; **অথ**—এইভাবে; **অত্র**—এই বিষয়ে; **ব্রূহি**—বল; **অনুষ্ঠেয়ম্**—কি করা উচিত; **শ্রদ্দধ্মঃ**—আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে; **করবাম্**—আমরা পালন করব; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যেহেতু তুমি বিভিন্ন ধরনের পরামর্শের আপেক্ষিক মূল্য যথার্থরূপে জ্ঞাত, তাই প্রকৃতপক্ষে তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ চক্ষু স্বরূপ ও ঘনিষ্ট বন্ধু। তাই অনুগ্রহ করে আমাদের বল—এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত। আমরা তোমার বিচারকে শ্রদ্ধা করি এবং তুমি যা বলবে, তাই আমরা করব।

শ্লোক ৪৭

ইত্যুপামন্ত্রিতো ভর্ত্রা সর্বজ্ঞেনাপি মুগ্ধবৎ ।
নির্দেশং শিরসাধায় উদ্ধবঃ প্রত্যভাষত ॥ ৪৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **উপামন্ত্রিতঃ**—অনুরুদ্ধ হয়ে; **ভর্ত্রা**—তাঁর প্রভুর দ্বারা; **সর্ব-জ্ঞেন**—সর্ব জ্ঞাত; **অপি**—যদিও; **মুগ্ধ**—মুগ্ধ; **বৎ**—যেন; **নির্দেশম্**—নির্দেশ; **শিরসা**—তাঁর মাথায়; **আধায়**—গ্রহণ করে; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **প্রত্যভাষত**—প্রত্যুত্তরস্বরূপ বলতে লাগলেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] সর্বজ্ঞ হয়েও, যেন মুগ্ধ এমন ভাব অবলম্বন করে তাঁর প্রভুর দ্বারা এইভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে উদ্ধব এই নির্দেশ তাঁর শিরোধার্য করে উত্তর প্রদান করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপ' নামক সপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।